

দ্বি-মাত্রিক কবিতা

এক বসন্তের ভালাবাসা



এক বসন্তের ভালোবাসা

সম্পাদনা

মুতুম অপু সিংহ

ঈনাৎ পাবলিকেশন্স

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী, ২০০১

সম্পাদনা
মুতুম অপু সিংহ

প্রকাশক
ইনাৎ পাবলিকেশন্স
৪- ছায়াতরু, লামাবাজার, সিলেট।

পরিবেশক
মেসার্স পপি লাইব্রেরী
৪৩-রাজা ম্যানশন (নীচ তলা)
জল্লারপার রোড, জিন্দাবাজার, সিলেট।

স্বত্ব
মুতুম অপু সিংহ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
এন. যোগেশ্বর অপু

গ্রাফিক্স আর্ট
নাজমুল হক নাজু

কম্পোজ
শেরাম নিরঞ্জন

মুদ্রন
মাহমুদ কম্পিউটার প্রিন্টার্স
পূর্ব জিন্দাবাজার, সিলেট। ফোন : ৭২২৬৯৮

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
৩০-আল্লনা, আদিত্যপাড়া
শিবগঞ্জ, সিলেট। ফোনঃ ৭৬১১০১

দাম- ৭০ টাকা
ধবাসীদের জন্য- ২ ইউ এস ডলার

ঐশ্বর্য

আমার সদ্য প্রয়াত বাবাকে

১৩শীক শ্রীমতী

দ্বি-মাত্রিক কবিতা

প্রথম মাত্রা

আকাশলীনা	জীবনানন্দ দাশ
প্রহ্নান	হেলাল হাফিজ
সহজীবন	শুভাশীষ রবিন
রাধা	ইখতিয়ার উদ্দিন
কথোপকথন	পূর্ণেন্দু পত্রী
অমৃতা	উজ্জ্বল ধর
এ কেমন প্রাপ্তি আমার	রুদ্দ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ
অনিন্দিতা	পাপলু চক্রবর্তী
চিঠি দিও	মহাদেব সাহা
নদী ও পাখীর গল্প	নিতাই সেন
ওরে যায় নিরন্তর	সুমিতা দত্ত
তোমার উদ্ধার নেই	শুভেন্দু ইমাম
কবিতায় তুমি	আরিফুল করিম জুয়েল
উত্তর	শামসুর রহমান

দ্বিতীয় মাত্রা

বিশ্বপ্রেম	ডাঃ লমাবম কমল
ঐগী নুশিবা	মুতুম অপু সিংহ
চাকহৈদ্রবা থস্মোয় চাকথেকথি	শেরাম নিরঞ্জন
য়ুগী নিশা নত্তে	রঘু লৈশাংথেম
করম্মা কাউরসিগে	এল. পদ্যামনি দেবী
নুমিৎদুগী পাখল	অয়েকপম বিজন সিংহ
বাংলা নহাকী স্মৃতিদা	খৈরুদ্দীন চৌধুরী
ঈশিং ফিজংগী মিৎ	এন. যোগেশ্বর অপু
কল্লাবা নুশিবা পাই	ই. রবিন
নুশিনদবদি য়ারোই	কারাম নীলবাবু
নুশি চিঠি	নোংমাইথেম রত্না চনু
য়ুম লোনবী	মাইন্সাম রাজেশ সিংহ
লৈচিল লকী নুশিপারী	নামব্রম শংকর
ওন্ন তৈনবা	হামোম প্রমোদ
অমমম তৌন্য কিছুরকি পুম্মক	এ.কে. শেরাম

জীবনানন্দ দাশ

আকাশলীনা

সুরঞ্জনা, ওইখানে যেও নাকো তুমি,
বোলো নাকো কথা অই যুবকের সাথে;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা :
নক্ষত্রের রূপালী আগুন ভরা এ রাতে;

ফিরে এসো এই মাঠে, চেউয়ে;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার;
দূর থেকে দূরে— আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়ো নাকো আর ।

কি কথা তাহার সাথে? তার সাথে ।
আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃভিকার মতো তুমি আজ :
তার প্রেম ঘাস হ'য়ে আসে ।

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস :
বাতাসের ওপারে বাতাস—
আকাশের ওপারে আকাশ ।

জীবনানন্দ দাশ

আকাশলীনা

সুরঞ্জনা, মফমদুদা চতুর্থাংনুকো নহাক,
শারুৱনু বারী অমুক পাখং মহাক্কা;
হল্লুকোকো সুরঞ্জনাঃ
থরান মীচাক্কা মঙালনা পুম্বা অহিংসিদা ।

হল্লুকোকো লক্ষাংসিদা, ইপোম নায়না;
হল্লুকোকো ঐগী থম্মোয়নুংদা;
লাপ্পদগী লাপ্পা — অতৈগসু লাপথোৱা
পাখংদুগা অমুক চতুর্থাংনু নহাক ।

করি বারীনো মহাক্কা? মাক্কা ।
অতিয়াগী মরুমদা অতিয়াদা
লৈবাকগুমা নঙ গুসিসু ঃ
মহাক্কা নুংশিবদি শজিক ওইরক্কে ।

সুরঞ্জনা,
নঙগী থম্মোয়দি গুসি শজিক ঃ
নুংশিকী ব্রাংমদা নুংশিঃ —
অতিয়াগী ব্রাংমদা অতিয়া ।
(অনুবাদ- অয়েকপম বিজ্ঞন সিংহ)

হেলাল হাফিজ

প্রস্থান

এখন তুমি কোথায় আছো কেমন আছো, পত্র দিয়ো।

এক বিকেলে মেলায় কেনা খামখেয়ালীর তাল পাখাটা
খুব নিশীথে তোমার হাতে কেমন আছে, পত্র দিয়ো।
ক্যালেন্ডারের কোন পাতাটা আমার মতো খুব ব্যাখিত
ডাগর চোখে তাকিয়ে থাকে তোমার দিকে, পত্র দিয়ো।
কোন কথাটা অষ্টপ্রহর কেবল বাজে মনের কানে
কোন স্মৃতিটা উস্কানি দেয় ভাসতে বলে প্রেমের বানে
পত্র দিয়ো, পত্র দিয়ো।

আর না হলে যত্ন করে ভুলেই যেয়ো, আপত্তি নেই।
গিয়ে থাকলে আমার গেছে, কার কি তাতে?
আমি না হয় ভালোবেসে ভুল করেছি, ভুল করেছি
নষ্ট ফুলের পরাগ মেখে
পাঁচ দুপুরে নির্জনতা খুন করেছি, কী আসে যায়?

এক জীবনে কতোটা আর নষ্ট হবে,
এক মানবী কতোটাই বা কষ্ট দেবে।

হেলাল হাফিজ

তাম্ব্রবী

নঙ হৌজিক কদায়দা লৈরি করমা লৈরি, চিঠি পীরকউ ।

মেলাগী নুংখিল অমাদা লৈখিবা কোনা হুমায় অদো
থেংলা অহিংদা নখুঙা নঙগী করমা লৈরি, চিঠি পীরকউ ।

ক্যালেন্ডারগী করমা লমায়না ঐগুমা য়াম্মা নুঙায়ত্তে
মীং লংনা য়েংলকই নঙোন্দা, চিঠি পীরকউ ।

করমা রাইহনা নুমিৎ চুপ্পা গুংলি নঙগী থম্মোয় নাফমদা
করমা রাখলনা নুংশি ঐহৌদা হি-দৌরি
চিঠি পীরকউ, চিঠি পীরকউ ।

নত্রগা তনিক্লা কাউবিখো, অয়েৎপা লৈতে ।

মাংখবসু ঐগীনি, কনাগী করিনো?

ঐতনবু নুংশিরুবনা লানখিবনি, শোইখিবনি

অপৎপা লৈগী লৈহিক তৈরুনা

হাথখিবনি মীচিক মীখোল তাদ্রবা নুমিৎ য়ুংবদা, করি কায়বগে?

পূসি অমনা লৈখা তারবদা কয়াম্মা'মুক তাগদগে,

মীওইবী অমনা কয়াম্মা'মুক রাহনগদগে ।

(অনুবাদ- মুহুম অপু সিংহ)

শুভাশীষ রবিন

সহজীবন

ক্যামেলিয়ার গন্ধ মাতাল করেছিল বিস্মৃত একদিন,
অচিন ছায়াবৃক্ষগুলো ছিল অতন্দ্র প্রহরী,
এলোমেলো পড়েছিলো আমাদের সব কৌপীন।

আকাশ চুপি দিচ্ছিল উৎসুক খেলের মতো,
বিষয় বিতৃষ্ণ বাউল সেজে চুল দোলাচ্ছিল
রাবলার ফুল যতো।

সহ জীবনের সুবর্ণ মৌসুমে তুমি ছিলে মৌন, অশরীরী।

শুভাশীষ রবিন

লোয়নবা পূঙ্গি

নুমিৎ অদো ক্যামেলিয়াগী মনমনা অঙকপা ফঙনা ঙাউহল্লম্মী,
শকখঙদ্রবা উপালশিংগী মরুমশিংসু মীৎফম হোংদনা শংবিরম্মী,
চোইজায়ননা তারম্মী ঐখোয়গী ফিজেশিংসু ।

অতিয়াসু পুঞ্জিং ছ-না কল্পক মীৎয়েং তারম্মী,
লম্বোয়বগী শম্মাংহুম শায়োং লৌদুনা - হাইনা-হুমা
শান্নরম্মী বাবলা লৈরাংশিংসু ।

পূঞ্জিগী নিংথিরবা য়েইন্থাগী লম্বিদা নঙদি নিংথিরবী হেলোয়গুম্মী ।
(অনুবাদ- ওয়াই মনিবার)

ইখতিয়ার উদ্দিন

রাধা

এক.

গোখরো সাপের ফনা' মেলেছে ত্রেণধ
প্রাণের মাঝে কাঠ ফাটানো রোদ
আমায় দিও মেঘের শীতল চাদর
একটুখানি অন্তরঙ্গ আদর।

দুই.

তোমায় দিলেম রোদের সকাল
উষ্ণ ভালোবাসার
তুমি দিও জল তরঙ্গ
বৃষ্টি মূখর আঘাত।

তিন.

তোমায় কাছে ডাকতে ওরা
যতোই দিলো বাঁধা
প্রাণের ভেতর মোহন বাঁশি
ততোই ডাকে রাধা।

ইখতিয়ার উদ্দিন

রাধা

অমা.

লিন খারোনা মঙক থাঙ্গলকই শাউনা
থম্মোয়নুংদা মৈরী চাকপা নুংশানা
ঐবু পীবিয়ু অমুজুং নোঙগী ইংল' ফিদুপ
নুংশিবগী থোৎল' নৌরবা শরুক ।

অনী.

নঙোন্দা পীরবনি নুংশাগী অয়ুক
তনিক্রুবা থম্মোয়গী নুংশিবা
নঙনা পিয়ু ঙ্গিশিংগী ঙ্গথক
ইঙাগী নোঙজু অকষা ।

অহম.

নঙবু নাজা কৌরুবদা
থিংঙিমখে মখোয়না
থম্মোয়নুংদা নুংশি বাঁশিনা
তোয়না কৌই রাধা হাইনা ।
(অনুবাদ-এ. কে. শেরাম)

পূর্নেন্দু পত্নী

কথোপকথন

ঃ তুমি আজকাল বড় সিগারেট খাচ্ছ শুভঙ্কর ।

ঃ এখনি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি ।

কিন্তু তার বদলে?

ঃ বড্ড হ্যাংলা । যেন খাওনি কখনো?

ঃ খেয়েছি ।

কিন্তু আমার খিদের কাছে সেসব নস্যি ।

কিন্তু কলকাতাকে এক খাবলায় চিবিয়ে খেতে পারি আমি ।

আকাশটাকে ওমলেটের মতো চিরে চিরে

নক্ষত্রগুলোকে চিনে বাদামের মতো টুকটাক করে

পাহাড় গুলোকে পাঁপড় ভাজার মতো মড়মড়িয়ে

আর গ জা?

সে তো এক গ্লাস সরবত ।

ঃ থাক । খুব বীর পুরুষ ।

ঃ সত্যি তাই ।

পৃথিবীর কাছে আমি এইরকমই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরন ।

কেবল তোমার কাছে এলেই দুধের বালক

কেবল তোমার কাছে এলেই ফুটপাতের নুলো ভিখারী

এক পয়সা, আধ পয়সা কিংবা এক টুকরো পাউরুটির বেশী

আর কিছু ছিনিয়ে নিতে পারিনা ।

ঃ মিথ্যুক ।

ঃ কেন?

ঃ সেদিন আমার সর্বাস্বের শাড়ী ধরে টান মারনি?

ঃ হতে পারে ।

ভিখারীদের কি ডাকাত হতে ইচ্ছে করেনা একদিনও?

পূৰ্বেন্দু পত্ৰী

ৱাৰী শানুবা

- ঃ নঙ হন্দক মৰকসে য়াম্মা হাল্লা সিগারেট থাক্ৰে শুভক্ষৰ ।
ঃ হৌজিকমক লংথোকখ্ৰণে ।
অদুগা মদুগী মছত্তি?
ঃ লাইমসু ওজ্জোদা । চাবা থকপগাক ফঙদুবা নঙবু ?
ঃ ফংঙি ।
অদুবু ঐগী অৱাষগী নাজ্জাদি মদু'পুষা কৈশু নত্তে ।
কলকাতা 'সিবু ঐদি খুবাম'মদা লোইনা চাথোকপা ওম্মি ।
অতিয়া'সিবুনা ওমলেট তৌনা মচেৎ মচেৎ শেদৎতুনা
থৱানমিচাক ময়াসুনা চিনা বাদাম মৰুণ্ডম
চীংশাং পৱেংবুনা ক্ৰেম ক্ৰেম লাউনা পাপৰদৌনা
অদুগা গঙ্গা?
মাদি শৱবত গ্ৰাস অমতনি ।
ঃ খংঙে খংঙে, য়াম্মা থৌনা ফবনি নঙসে ।
ঃ তশেংনমকীসুনি ।
মালেম অপুস্বনদা ঐদি অসিমক্কি - অকি অখঙগী মশক ।
নঙগী নাজ্জা লাক্কগতনি ঐনা অঙাং অপ্পিক ওইৰিবা
নঙগী লনাজ্জদি ঐসে লম্বী মাপনগী মখুৎ তংলবা চাকনিবনি
অনা- মা, সিকি-মা নত্ৰগা তল মচেৎ'মদগী হেন্না
কৱিসু মুন্দুনা লৌবা ওমখিদ্ৰবনি নঙোন্দগী ।
ঃ চিনথিবা ।
ঃ কৱিগী ?
ঃ নহালতসু ঐগী হকচাংগী ফি পাইদুনা চিংবদুদি ?
ঃ ও; অদুবুরো ।
চাকনিবাসু কৈদৌঙৈদসু ডাকাত ওইনিংঙকপা য়াদ্ৰাও ?
(অনুবাদ- এ. কে. শেৱাম)

উজ্জ্বল ধর

অমৃতা

তুমি আমায় পর ভেবেছো
তাই বলে কি খোঁজ নেবোনা ?
এই ধরনীর মানুষগুলো কি
অতীত জীবন ফের ভাবেনা ?

ওই যে তোমার লাল শাড়ীটা,
হাতের বালা, কাজল টিপ,
টানা আঁখি, দীঘল চুল,
বুক শেলফের নীল চিঠিটা
যেনো তাতে ঘুন ধরেনা ।

দিবা-নিশি রোজ প্রভাতে,
হাত রেখেছো অন্য হাতে,
রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলে
পাগলামীটা ফের করোনা ।

যদি ওগো শোন কভু,
প্রাণ মোর নিয়েছে প্রভু,
দেখতে গিরেও আটকে যেও
চোখের জলে স্নান সরোনা ।

উজ্জ্বল ধর

অমৃত

তোপ্পানি খনবিধি নঙনা ঐবু
ঐনদি গুমখিদে খনবা
মালেমসিগী মীওইশিংসে
নিংশিংদমাল্লে হৌখিবা মতমু ?

নঙগী অঙাংবা শাড়ীদো
খুৎকি খুজি, কাজল টিপ,
শজি মীৎস্না, অমুবা শম্মাং,
গুম্মা চাদবা নঙগী
বুকশেলফকি অশংবা চিঠিদো ।

অমুক নুংখিল নুমিদাং
থমখি খুৎ খুৎ অমদা ।
ঙাওশিন্‌নবা তৌনু অমুক
চৎলিঙে লম্বী'দুদা ।

কৈদৌঙে তারবদি
ঐনা লৈখিদবাগী ব্রারী
য়েংবা চৎকে খলুনোকো
পীরাংদসু ইরাঙ্কুনু ।
(অনুবাদ- শেরাম নিরঞ্জল)

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

এ কেমন ভ্রান্তি আমার

এ কেমন ভ্রান্তি আমার!

এলে মনে হয় দূরে স'রে আছো , বহুদূরে,
দূরত্বের পরিধি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে আকাশ।
এলে মনে হয় অন্যরকম জল হাওয়া, প্রকৃতি,
অন্য ভূগোল, বিষুবরেখার সব অন্য অর্থবহ-
তুমি এলে মনে হয় আকাশে জলের ঘান।

হাত রাখলেই মনে হয় স্পর্শহীন করতল রেখেছো চুলে,
স্নেহ- পলাতক দারুন রক্ষ আঙুল।
তাকালেই মনে হয় বিপরীত চোখে চেয়ে আছো,
সমর্পন ফিরে যাচ্ছে নগ্ন পায়ে একাকী বিষাদ- ক্লান্ত
করণ ছায়ার মতো ছায়া থেকে প্রতিচ্ছায়ে।
এলে মনে হয় তুমি কোনদিন আসতে পারোনি....

কুশল শুধালে মনে হয় তুমি আসোনি
পাশে বসলেও মনে হয় তুমি আসোনি।
করাঘাত শুনে মনে হয় তুমি এসেছো,
দুরার খুলেই মনে হয় তুমি আসোনি।
আসবে বললে মনে হয় অগ্রিম বিপদবার্তা,
আবহাওয়া সংকেত, আট, নয়, নিম্নচাপ, উত্তর, পশ্চিম-
এলে মনে হয় তুমি কোনদিন আসতে পারোনি।

চ'লে গেলে মনে হয় তুমি এসেছিলে,
চ'লে গেলে মনে হয় তুমি সমস্ত ভূবনে আছো।

ৰুদ্ৰ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

করি মিত্ৰংনো অসিবু

অসিবু করি মিত্ৰংনো ঐগী।

নঙনা ইনাজা লাক্ৰুগা খল্লি চত্ৰবোয় থাপ্লা, অথাপ্লাদা,
অতৈগসু থাপ্পরকখি- থাপখোকখি আতিয়াগুম।
নাজা লাক্ৰুগা নঙনা হোংদোকখি ইশিং- নুংশিং, প্রকৃতি,
হোংদোকখি পৃথিবীগী শক্তম, বিষুবরেখা
অতিয়াদা নোঙগী মনম ফংঙি নঙগা ফঙনবদা।

নখুংনা শোক্ৰকপদা খনখি শোকত্ৰবোয়,
নুংশি যাওদ্রবা খুইজিল্লবা খুংনা পায়বগুম।
য়েঙকপদা এবু খল্লি য়েঙবিরক্তবগুম,
অরা-গুৰুবা মাইথোংদা চত্ৰখি নুংশি মরী ইবানীগী
অমুবা মীৰুমগুম, মীৰুমদগী মী- মীৰুম।
লাক্ৰুগা নঙনা খল্লি লাকখিদ্ৰবোই কৈদৌঙে....

ফরিবরা হঙলকপদা খল্লি লাকত্ৰিবোই নঙ,
নাজা ফন্নবদা খল্লি লাকত্ৰিবোই নঙ।
থোঙ নোল্লবদা খল্লি লাক্ৰবোই,
থোং হাংবগা খল্লি লাকত্ৰিবোই।
লাক্ৰুনি হাংবরকপদা নঙনা খল্লি অরা পাউদমগুম,
আবহাওরা সংকেত, নিপাল, মাপল, লো-প্ৰেসার, অরাং, নোংচুপ-
নঙনা লাক্ৰুবাদি খল্লি লাকপা গুমদ্ৰিবোই কৈদৌঙে।

চত্ৰগা নঙনা খল্লি লাক্ৰুম্মি নঙ
চত্ৰগা নঙনা খল্লি মালেম শিন থুংনা লৈরি নঙ।
(অনুবাদ- শেরাম নিরঞ্জন)

পাপলু চক্রবর্তী

অনিন্দিতা

তোমার গহীন হৃদয়ে এ কোন শ্বাপদ
গোপনে গোপনে লালন করেছে দীর্ঘদিন
আমিতো তোমার প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে
বপন করতে চেয়েছি আমার সুপ্তবীজ,
এমন ধেই ধেই করে লাফিয়ে হঠাৎ
যাচ্ছে কোন সুদূরে অনিন্দিতা ?
যেখানে যাচ্ছে তুমি শান্তির ফোয়ারা বানাতে
দুঃখেরা সেখানে অবিরাম কাঁদে
বেদনার নীল জলে ভিজে ।
অতোটা অহংকার তোমাকে মানায় না
যতোটা হলে হিমালয়ের শীর্ষে উঠে-
তোমার সুকোমল পা ।

অনিন্দিতা, হিমালয়েরও দুঃখ আছে, তাইতো
সারা শরীরে মেখে রাখে শুভ্র বরফ ।
পারফিউম রেখে বিস্মৃত- অতীত
যতোই ঢেকে রাখো না- কেন
চোখের বানে একদিন ভেসে যাবে তোমার
অতি সহ্যতনে আগলিয়ে রাখা মেকাপ ।

পাপলু চক্রবর্তী

অনিন্দিতা

অসিবু নঙগী থম্মোয় নুংগি করম্বা লিনশানো
মতম কুইনা য়োজুনা থম্মিবা নাইতোন্ননা
ঐদি নহাকী শাথেক খদিংদা
হুল্লমগে খল্লি ঐগী অলোৎপা মরু,
অনিন্দিতা, করম্বা লমশাংদনো ?
শান্তিগীদমক নঙনা চৎলিবা মফম'দো
পিরাংনা তাউরী মফমনি
অরাবগী ইপোমলকী ।
অদুক য়ান্না পকচদে চাউথোকপা
হিমালয় চীংথজা লেপ্পগুম
নঙগী নিংথিরাবা খোঙথাংদো ।
অনিন্দিতা, হিমালয়গীসু অরাবা লৈরিবনি, অদুনা
ইকচাং পূম্বা তৈনা থম্মি ঙৌরা বরফনা ।
মেকাপ তৈনা থম্মবসু
নঙগী নিংশিৎদ্রবা মাইথোংদো
পিরাংনা তাউখিগনি নোঙমদি
তনিক্লা তৈখিবা মায়থোংগী মেকাপঅদো ।

(অনুবাদ- অয়েকপম বিজন সিংহ)

মহাদেব সাহা

চিঠি দিও

করুনা করেও হলে চিঠি দিও, খামে ভরে তুলে দিও

আঙুলের মিহিন সেলাই

ভুল বানানেও লিখো প্রিয়, বেশী হলে কেটে ফেলো তাও,

এটুকু সামান্য দাবী চিঠি দিও, তোমার শাড়ির মতো

অক্ষরের পাড় বোনা একখানি চিঠি।

চুলের মতোন কোন চিহ্ন দিও বিস্ময় বোঝাতে যদি চাও

সমুদ্র বোঝাতে চাও, মেঘ চাও, ফুল পাখি, সবুজ পাহাড়

বনর্না আলস্য লাগে তোমার চোখের মতো চিহ্ন কিছু দিও!

আজ্ঞো তো অমন আমি চিঠি চাই, পথ চেয়ে আছি,

আসবেন অচেনা রাজার লোক

তার হাতে চিঠি দিও, বাড়ি পৌছে দেবে।

এক কোনে শীতের শিশির দিও এক ফোঁটা, সেন্টের শিশির চেয়ে

তৃণমূল থেকে তোলা আন

এমন ব্যস্ততা যদি স্তব্ধ করে একটি শব্দই শুধু লিখো, তোমার কুশল!

ওইতো রাজার লোক যায় ক্যাম্বিসের জুতো পায়ে, কাঁধে ব্যাগ,

হাতে কাগজের একগুচ্ছ সীজন ফ্লাওয়ার

কারো কৃষ্ণচূড়া, কারো উদাসীন উইলোর ঝোঁপ কারো নিবিড় বকুল

এর কিছুই আমার নয় আমি অকারন

হাওয়ায় চিৎকার তুলে বলি, আমার কি কোন কিছুই নাই?

করুনা ক'রেও হ'লে চিঠি দিও, ভুলে গিয়ে ভুল ক'রে একখানি

চিঠি দিও খামে

কিছুই লেখার নেই তবু লিখো একটি পাখির শিস

একটি ফুলের ছোটো নাম,

টুকিটাকি হয়তো হারিয়ে গেছে কিছু পাওনি খুঁজে

সেইসব চুপচাপ কোনো দুপুর বেলার গল্প

খুব মেঘ ক'রে এলে কখনো কখনো বড় একা লাগে, তাই লিখো

করুনা ক'রেও হ'লে চিঠি দিও, মিথ্যা ক'রেও হ'লে বলো,

ভালোবাসি।

মহাদেব সাহা

চিঠি ইরকউ

চানবিদুনা ওইরবসু চিঠি ইরকউ

চেখাউদা হাল্লগা খারকউকো তনৌরবী খুৎতুনা ।

ময়েক লাল্লবসু ইরকউকো নুংশিবী, হেঞ্জিনখগা ইবদা কথৎলু অমুকসু,

অদুমজুদা হায়জরিবসিনি- চিঠি ইরকউ, নঙগী লৈফনেকগুম্বা

ময়েক্কী লৈরোংনা মপাল লোল্লবা চিঠিমত্তং ।

চিঠিদুদা ফোঙনিংলগা অঙকপা বারোল য়েঙ্ককউকো নঙগী অমুবা শম্মাংমত্তং ।

সমুদ্র খঙহনগেরা? লৈ-উচেক-শংবানরাব চীংদোল ?

লীবা তল্লবসু নঙনা য়েঙ্ককউকো নঙগী অমুবা মিৎসাগুম্বা করিনো'মা ।

ঐদি ওসিসু তোৎল নৌরবা নঙগী খুৎতুনা ইরকপা নুংশিরবী চিঠিমত্তংবু,

খৌরাংনা ঙাইরি তাম্বা মাইকৈ পাংদুনা, লাক্কনি শক খঙদ্রবা নিংথৌগী মনায়

চিঠি অদু পিরকউ মাঙোন্দা, যৌহঞ্জরক্কনি শোয়দনা ।

চিঠিগী মচি অমাদা মনম নুংশিবা সেন্টকী মহত্তা

হাপ্পকউকো ইংখম থাগী লিক্কা মরিকমত্তং তিংথৌখোঙদগী লৌখৎপা মনমগা লোয়ননা ।

য়ান্না চিল্লবসু নঙনা ইরকউকো ময়েক অমত্তা ওইরবসু

নঙগী অফা-ফত্তা খঙহন্দুনা ।

য়েংডু, আদা চৎলি নিংথৌগী মনাই খাকি পিজেৎ শেৎতুনা

নাকলদা খাউ অমা য়াল্লগা, খুত্তা চে'গী লৈরাং কয়া পায়দুনা ।

কনাগী কৃষ্ণচূড়া - কনাগীনা উইল চবুন অমা কনা অমগীনা নুংশিরবা বকুল

অসি'পুম্বা ঐগীতদি নত্তে

ঐদি অরেম্বদা ইখারদা ইথক হৌহন্দুনা হংঙুই

ঐগী অমত্তা যাওদবরা?

চানবীদুনা ওইরবসু চিঠি ইরকউ, কাওখোজুনা ওইরবসু

চিঠি মত্তং পিরকউকো চেখাউদা হাপ্পুন ।

করিমত্তা হাপনিঙায় লৈত্রবসু, ইরকউকো উচেকমগী খোছাং

পিক্ক লৈরাংমগী নুংশি কোলোয়

করিগুম্বা পোৎশক অমা মাঙখিদুনা থিবা ফঙদ্রে

ইরকউকো অদুগুম্বা অরোনবা বারী কয়া কয়া

কৈদৌনুংদা নোংনা কুইনা চুরক্কগা য়ান্না চিক্কা থোকই ইশা ইদোমতা ।

অদুননি হায়জবা চিঠি ইরকউ, চানবিদুনা ওইরবসু চিঠি ইরকউ ।

চিরোলদুনা ওইরবসু অমুক্তং হায়মুকো

নুংশিজৈ ।

(অনুবাদ- এ.কে.শেরাম)

নিতাই সেন

নদী ও পাখির গল্প

যতো ঋণ দায়দেনা নদীর কাছে পাখির কাছে
পিতা-পিতামহের কালের ঋণ
সুদে আসলে মূলে নকলে জমতে জমতে
দেওলিয়ার খাতায় উঠে গেছে নাম
লালবাতির আলোয় প্রবল প্রতাপে ছাই হচ্ছে অহং
একে একে নিভে যাবে মুছে যাবে ললাট লিখন ।

অনেকের অনেক রকম ভালোবাসা থাকে
অনেকের অনেক রকম সাধ সখ থাকে
অনেকের অনেক রকম বায়না টায়না থাকে
আমার ভালোবাসা, সাধ-সখ, বায়না-টায়না একটাই
নদীর কাছে, পাখির কাছে সুখ-দুঃখ বলা
সকাল বিকাল নদীর সাথে পাখির সাথে সই সই খেলা ।

মেঘনা যমুনা কীর্তণ খোলার আঁচলে আমার শৈশব'
আমার বড়ো হওয়া টুনটুনি শালিকের সাথে
আমার প্রথম প্রেম মেঘনার মাঝি
আমার প্রথম নারী হলুদিয়া পাখি
কালো জোছলায় নীল বরফের নিচে লুকোচুরি খেলা
ভরবেলা শ্যামা সখি স্বপ্নে দেন দেখা ।

আমার সুখের ঘরে কোন পাখি লাগালো আগুন
আমার দুঃখের চরে কোন নদী ডুবালো ফসল
কার পথের কাঁটা আমি কার পায়ের সোনার নুপুর
কোথায় বাজবো আমি - সত্য না সুন্দরে?
আগুনে বরফ পুড়ে পাথর হয়ে যাবো
নদীর নামে পাখির নামে তবুও বাঁচবো ।

নিতাই সেন

তুরেল অমসুং উচেঙ্কী বারী

তুরেলগী মফমদা উচেঙ্কী মফমদা তোঞ্জবা লমন'পুমা
ইপা-ইপুগী হাজুকতগী তোনশিঞ্জরকপা লমন
শেন্দোয় শেল্পেপ যাওনা পুনশিন্দুনা হৌজিক
লমন শিং'ঙমদবা মী অমা ওইরবনি ঐ
অঙানবা মৈরীগী অরংবা মৈঙালদা চাকথেক্লি নাপলগী মপৈ
অমমম তৌনা মুংখিগনি মাঙখিগনি লাইবকী লৈরীশিং ।

ময়ামগী নুংশিবা মখল মখলনি
ময়ামগী নুঙায়বা-পামজবা মওং মওংনি
ময়ামগী হায়জবা-নিজবসু জাত জাতকীনি
ঐগীদি নুংশিবা-পামজবা-নিজবা পুম্নমক অমত্তনি
তুরেলগী মফমদা উচেঙ্কী মফমদা অরা নুঙায়গী বারী লীজবা
অয়ুক নুংখিল খাইদনা তুরেলগা উচেঙ্কা নুংশি-চান্না শান্নবা ।

মেঘনা যমুনা কীর্তলখোলাগী তম্পাক্তা চাউজরকপনি ঐ
চাউজরকপনি চোঙা-মোংবগা লেংগোন্ডুনা
ঐগী অহানবা নুংশিবদি মেঘনাগী হিরোয়নি
ঐগী পুন্দিদা অহানবা নুপী তাম্ তাম্ খোংলিবা তাম্মানি
অমুবা খাবলদা অশংবা উনাগী হিঙ্গোলদা কেকু লোৎপী শান্নবা
নুমিং য়ুংবগী তাঞ্জাদা শ্যামানা মঙলানদা ফাউরকপা ।

ঐগী নুংশিবগী লৈকোলদা মৈ চুররিবা করম্বা উচেঙ্কো
করম্বা তুরেলনো ঈখুমলিবা ঐগী অরাবগী তম্পাক
কনাগী লম্বীগী তিংখংনো ঐহাক - সনাগী খোংজিনো কনাগী
কদায়দনো হিংগদবা ঐনা - অচুম্বদা নত্রগা ফজবদা?
মৈরীদা চাকুনা লেনগী মতুম নুং ওই খবা য়াই
অদুমজদা ঐদি হিংদুনা লৈনি তুরেলগীদমজা - উচেঙ্কী দমজা ।

(অনুবাদ- এ. কে. শেরাম)

সুমিতা দত্ত

ওড়ে যায় নিরন্তর

বুকের বৃন্দাবনে

একাকী এক শুক পাখি ওড়ে
স্বপ্ন ঝিনুক খুঁজে সুখ সন্তরনে।

অদৃশ্য এক অগ্নি ছোবলে
পুড়ে যায় বৃন্দাবন
কায়াহীন সুখ গলে গলে পড়ে
অমানিশার বালুচরে,

পেছনে গর্জন করে
অন্ধকার অভিশাপ
সম্মুখে কুয়াশা কুহক
নাই কোন আশা- বাঁধে নাই বাসা
অনন্ত অন্ধরে ওড়ে
স্বপ্ন পিয়াসা।

ওড়ে ওড়ে যায়

যেতে থাকে দূরে

বহুদূরে

উদাসী পালক ঝরে বুকের আঙ্গিনায়

মেঘের পালকী চড়ে

নিঃসঙ্গ ওড়ে যায়

ওড়ে যায়....

ওড়ে যায় নিরন্তর

অর্কিযুসের বাঁশী যেন- টেনে নিয়ে যায়

..... দূর অজানায়।

সুমিতা দত্ত

পাইরি লেপ্লাইদনা

থম্মায়গী বৃন্দাবনদা

মদোমতা পাইরি শুক অমা
থিরি হরাওনা কোংগ্লেং অমা মঙলানগী ।

অরোনবা মৈগী অকন্বা মৈচাক'মদা
চাকথেকখি বৃন্দাবন
মশক নাইদবা নুঙায়বা চিকমাংননা মাঙখি
থাশিগী মল্ল' অহিংদা ।

তুংদা লাউ খোংলি
অভিশাপকী অমম্বনা
মঙদনা লৈচিনগী মিত্রং
কদায়দসু লৈতে আশা- লৈতে শান্তিগী তুংনফম
মঙলানগী উচেকতদি পাইর খমনাইদবা আতিয়াদা ।

পাইনা পাইনা চৎখি
অনকপদগী অথাপ্পদা
অতৈগসু অথাপ্পদা
থম্মায়গী খোঙ্গালদা চোইজাইননা তারকই অকেনবা মতু
অমংবা নোংগী দোলায়দা তোংদুনা
তুমিন্না পাইখি
পাইখ
পাইদুনা চৎখি লেপ্লাইদনা
মফম খঙদ্রবা অথাপ্পদা - কঙাউননা
অফিঁয়ুসকী বাশিগী খোঞ্জেলদা ।

(অনুবাদ-এ. কে. শেরাম)

আরিফুল করিম জুয়েল

কবিতায় তুমি

ক.

ভালোবাসা চাইনিতো আমি
তুমি দিলে তা।
তুমি শিখিয়েছো প্রেম-
স্বপ্ন দিয়েছো দু'চোখে
দেখিয়েছো আলোর পথ
আর পথ চলার আনন্দ...।

খ.

তারণের উচ্ছলতা নয়
তুমি কৈশোরের হেয়লী প্রেম।
আবেগী এক দারুণ সময়।
তবুও ভালোবাসি তোমায়
ওধুই কি তাই?
এখনো কাছে পেতে চাই-
শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ, হেমন্তে...।

আরিফুল করিম জুয়েল

শৈরেংদা-নঙ

ক.

নিজবুদবনি ঐদি নুংশিবা

অদুবু নঙনা পীরে ।

নঙনা তাকপিরে নুংশিবা-

য়েংহলে নঙনা ফজরবা মাংলান

য়েংহলে মঙানগী লম্বী

অদুগা লম্বী চৎপগী হরাউবা... ।

খ.

পাখংগী নিংজবা নঙে নঙ

নঙদী ঐগি অঙাং ওইরিহাইগী নুংশিবনী ।

কলুবা মতম নঙে নঙ

নঙদী থম্মোয় নুংগী থৎলবা রাখলনী

অদুফাউবু নুংশিজৈ নঙবু

অদুতসু নঙে?

মতম নাইদনা ইনাজা ফাংনিংঙি

শজিবু, কালেন, ইঙা, ইঙেন নাইদনা... ।

(অনুবাদ -মুতুম অপু সিংহ)

শুভেন্দু ইমাম

তোমার উদ্ধার নেই

কোথায় লুকিয়ে আছ
কোন সে পাতালে ডুব দিয়ে একা একা
মউজে বিভোর তুমি; কোন অলকায়
সোনার পালঙ্কে দুলিয়ে দুই পা
স্বপ্নে তুমি জাল বুনে চলেছ আঁধারে;
ভেবেছ এসব কিছুই জানিনা আমি
প্রত্যহ আমার চোখে ধুলো দিয়ে
পেয়ে যাবে পার।

আমি জানি
তোমার চেয়েও আমি বেশি জানি
প্রতারক বিশ্বাসের দারুণ শিকার তুমি
তোমার মগজে বাসা এক বেঁধেছে ইদুর
প্রতিদিন খেয়ে যাচ্ছে
প্রতিদিন কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছে
তোমার তাবৎ।

কেন এই আত্মপ্রতারনা ?
কেন তুমি নিজের ছায়ার পিছু ছোঁরা নিয়ে
দৌড়াচ্ছ একাকী
নিজেরই আততায়ী নিজে সেজে
চাইছ সবার হাততালি; তোমার চারিদিকে সবাই
গোল হয়ে দাঁড়িয়ে লুটছে মজা
কানের কিনারে মুখ রেখে দিচ্ছে বাহু বাহু;
তুমি একরোখা অশ্বারোহীর মতন
ছুটে চলেছ সুতীব্র বেগে অন্ধকার গহ্বরের পানে
তুমি নিজেই বানিয়ে নিয়েছ নিজের জন্য এক
ব্যক্তিগত দুর্দান্ত নরক।

সমস্ত দুয়ার বন্ধ করে পড়ে আছ
স্বচ্ছামৌন তুমি এক কঠিন পাথর
যতোই ডাকিনা কেন
তোমার উদ্ধার নেই
তোমার উদ্ধার নেই
তোমার উদ্ধার নেই...

শুভেন্দু ইমাম

নঙবু কনবীবা য়াররোই

কদায়দা লোৎতুনা লৈরি
করম্বা লৈনুংদা তুমিন লোৎনা
নুঙায়না লৈখবোই; করম্বা লাইরৈবাজু
সনাগী পালংদা নখোঙ যাছদুনা নঙনা
অমম্বদা শাগৎলি মঙলানগী জগৎ অমা ।
অদু পুম্বমকু করিমত্তা খঙদে খনবরা নঙ
খনবরা নুমিৎ খুদিংগী ঐগী মিৎতা উফুল চাইদুনা
নঙনা লাইনা লাহোঁকখিগনি ।

ঐগী খংঙি
নঙোনগীসু হেন্না নিংখিনা খংঙি
অপংবা খানবা'মনা শুক্খৎতুনা থম্মি
নঙগী খোপতা মকোন শেম্মি উচি অমনা
নুমিৎ খুদিংগী লোন্না তুমিন্না
মচেৎ মচেৎ চিকখৎতুনা চারি মা'না
নঙগী লৈজবা'পূম্বা ।

করিগীনো নশাবু নশানা লৌনম্বিবা?
করিগীদমজা নঙ থাঙ পাইদুনা তান্নরিবা
নশাবুতা নশানা,
নদোমতা নদোমগী মীহাৎপা শাদুনা
মরামগী থাগৎপা পাম্বিবা,
মরাম্বা কুম্মে য়েংলি নঙগী মাইকৈ মরীদা লেপুনা,
ননাকোংদা লোন্না কাম্মি- হেল্লে হেল্লে হায়দুনা;
অদুগা নঙনা খৌনা ফবা শগোল তোংবা শাদুনা
লেপুইদনা চেপ্পি কনা অমম্বা লোকুং'মা তম্বা
নঙগীদমজা নঙ মশামক্কা শেমজরি
তমখীরবা নোরোক অমা ।

থোংনাউ- থোংজাউ পুম্বমক লোনশিঞ্জনা
নুংজাউদৌনা তুমিন্না তাদুনা লৈরি নঙদি
ঐনা কয়া কৌদুনসু - কয়া হোংনদুনসু
নঙবুদি কনবীবা য়াররোই ।
কনবীবা য়াররোই ।

(অনুবাদ- এ. কে. শেরাম)

শামসুর রাহমান

উত্তর

তুমি হে সুন্দরীতমা নীলিমার দিকে তাকিয়ে বলতেই পারো
'এই আকাশ আমার'
কিন্তু নীল আকাশ কোনো উত্তর দেবেনা।

সন্ধ্যাবেলা ক্যামেলিয়া হাতে নিয়ে বলতেই পারো,
'ফুল তুই আমার।'
তবু ফুল থাকবে নীরব নিজের সৌরভে আচ্ছন্ন হয়ে।

জ্যোৎস্না লুটিয়ে পড়লে তোমর ঘরে,
তোমার বলার অধিকার আছে, 'এ জ্যোৎস্না আমার';
কিন্তু চাঁদিনী থাকবে নিরুত্তর।

মানুষ আমি, আমার চোখে চোখ
যদি বলো, 'তুমি একান্ত আমার', কী করে থাকবো নির্বাক ?
তারায় তারায় রটিয়ে দেবো, 'আমি তোমার, তুমি আমার'।

শামসুর রাহমান

পাউখুম

ফজরবী নঙনদি অতিয়াদা যেংঙগা হায়বা ঙমগনি
'অতিয়াসে ঐগীনি' ।

অদুবু হিগোক মচুগী অতিয়াদি পাউখুম পিরক্লেই ।

সঙ্খ্যারাইদা খুৎতা ক্যামেলিয়া পাইরগা হায়বদি ঙমগনি,
'লৈ নঙ ঐগীনি' ।

অদুবু লৈদি তুমিন্না মশাগী মনমদা ঙাওদুনা লৈগনি ।

নহাকী শঙ্গায়দা থাবল চঙরুবদি,
নহাকী হায়বগী হক লৈ 'থাবল নঙ ঐগীনি' ।

অদুবু খাজদি পাউখুম পিদনা লৈগনি ।

ঐদি মীওইবনি, ঐগী মীৎতা মীৎ থম্মুগা
হায়বদি নঙনা 'নঙসে সুপ্পগী ঐগীনি' করন্না তুমিন লৈগনি ?
থরান মিচাক ময়ামদা পাউ চেনগনি 'ঐসে নঙগীনি, নঙসে ঐগীনি ।'
(অনুবাদ-মাইনাম রাজেশ সিংহ)

লমাবম কমল সিংহ

বিশ্বপ্রেম

হে পাখংশা! বিজ্ঞানবু হৈরবা,
 করিগীনো মন্ত্রবু থাজদিবা
 পাল্লবদা নুংশিগী মন্ত্রনা,
 মীৎ তাঙগনি পাঙনা পাঙনা
 না পঙগনি তা-না তা-না;
 পঙগনি লৌশিং থৌনা থৌনা।
 নৈম হুদুনসু মলয়ানা,
 "নুংশি" "নুংশি" হায়নবাগুন্না,
 পুক্ৰিং হুদুনাসু নুংশিবা মীনা
 মখনগনি নুংশি নুংশি হায়না।
 তিজ্জৎ পাল্লবসু কেতকীনা,
 মনম নুংশিবগুম অহোইনা,
 নিংঙাই চাউর চাউরগা নুংশিবনা,
 "নুংশি" মখনগনি থোয়না হেন্না।
 চৈ-থাংলবসু নুংশিবা মীনা
 হীদাক অখাবা চাবগুন্না
 হেন্না তিৎখৎকনি নশাদু,
 হেন্না নুঙায়গনি পুক্ৰিংদু।
 নাবুখী শারে মনুংশিনি;
 গুগৎলে নোক্ৰক্লে নীংগনি।
 সনরীক পরেং নুংশিবগী
 হজোক্তুনা নুংশিবগী গুকশমদগী,
 যেক্ৰবদা শিবিবা গুম্বা,
 প্রেমিক কৌই নুপাদু অশেংবা।

লমাবম কমল সিংহ

বিশ্বপ্রেম

বিজ্ঞান বিশারদ হে যুবকবৃন্দ!
কেন মন্ত্রকে বিশ্বাস করোনা ?
প্রেমের মন্ত্রে যদি বাঁধা পড়ে কোনোদিন
তাহলে চোখ থাকলেও অন্ধ হয়ে যাবে
বধির হবে কানে শুনেও,
বুদ্ধমান হয়েও বোকা বনে যাবে ।
বাতাস চুরি করে নিয়ে যায় ফুলের সৌরভ
তবুও যেমন বলি কি মধুর গন্ধ!
তেমনি প্রিয়জন যদি চুরি করে মন
তবু বলি প্রিয় সে- ভালোবাসি, ভালোবাসি ।
কেতকী ফুলের কাঁটা যতোই বাড়ুক
সুগন্ধ তার ছড়িয়ে পড়বেই
যতোই মান অভিমান করুক প্রিয়জন
তবু আও প্রিয় মনে হবে তাকে
মনের মানুষ যদি বকুনিও দেয়
কোনো তেতো ঔষধের ক্রিয়ার মতো
শরীরআরো সতেজ হবে
নিমেষে চান্দা হবে মন ।
রাগ যদি করে তাতেও ভালোই লাগবে
ভেংচি কাটলে মনে হবে হাসি ।
প্রিয়জনের কণ্ঠ থেকে
খুলে নিয়ে সোনার হার
পরিষে যে দিতে পারে শত্রুর কণ্ঠে
সেইতো প্রকৃত প্রেমিক ।

(অনুবাদ- এ. কে. শেরাম)

মুতুম অপু সিংহ

ঐগী নুংশিবা

ঐনা নুংশিজরিবা -

নঙগী মমোন মিনোক,

নঙগী শজি মিৎমা ।

ঐনা নুংশিজরিবা -

নঙগী মুরা শমলাং,

নৌরা খুত্তা ।

ঐনা নুংশিজরিবা -

নঙগী লাইবক্কী হুমাং মরিক,

নঙগী শাওর মাইথোং ।

ঐনা নুংশিজরিবা -

নঙগী লেংবানদা য়াল্লিবা ব্যাগ,

নখুতকি কলম, বই-খাতা পুন্নমক ।

ঐনা নুংশিজরিবা -

নঙগী নোংনা চোৎপা শম্মাং,

ভৌরা নঙগী খংনাউবী ।

ঐনা নুংশিজরিবা -

নঙগী নোংশাশ্বর ।

ঐনা নুংশিজরিবা

নঙ লৈ অদু পুন্নমক ।

মুতুম অপু সিংহ

আমার ভালোবাসা

আমার ভালোবাসা-

তোমার স্নীত হাসি,

ঐ হরিণী চোখ ।

আমার ভালোবাসা-

তোমার দীঘল কালো চুল,

ঐ রুদ্ধ আঙুল ।

আমার ভালোবাস-

তোমার এক ফোটা ঘাম,

আর ঐ অভিমান ।

আমার ভালোবাসা-

তোমার দাখের ঝুলানো ব্যাগ,

হাতের কলম, বই-খাতা সব ।

আমার ভালোবাসা-

বৃষ্টিতে ভেজা তোমার চুল,

পায়ের ঐ শুভ্র অনামিকা ।

আমার ভালোবাসা-

তোমার ঐ দীর্ঘশ্বাস ।

আমার ভালোবাসা-

তুমি আছো এমন সব কিছুতেই ।

(অনুবাদ- কবি নিজে)

শেরাম নিরঞ্জন

চাকহৈদ্রবা থম্মোয় চাককেথি

মখুৎ অনীনা মঙলান ময়াম ইছোফুনা চখৎলি মাংদা;
মহাক্কী চরণদা ওন খোয়দুনা খাংঙি থাবলগী অমন্না
থাজ মঙাল য়ৈরক্ই মায়থোংদা
উবা ফঙখি চমন্নরবা পুন্নিগী নিংথিরবা শক্তম ।

মহাক,

লৈপরেং লেংলম্মি থাবল্লৈগী,

মহাক্কী মীৎসাদা উবা ফঙখি

শংবান্নরবা থরান মীচাক্কী মপাল নাইদ্রবা অতিয়া

অমসুং খুদজ্জা-

থাজ থম্মোয় কিনখায়রকখি

মচেৎ অমা

মচেৎ অনি

মচেৎ অহুম

অদুদগী চৈত্রগী উ-না কেনবগী মখোল

গন্ধারীগী লৈখিদ্রবা মচা চামাগী অরাবা

ট্রর'গী বারী ওইখি মহাক

চাকহৈদ্রবা থম্মোয় চাককেথি- চাকখিদে নুংশিবদি অদুবু..

শেরাম নিরঞ্জন

অদাহ্য হৃদয় পোড়ে

দু'হাতে স্বপ্ন সরাতে সরাতে এগিয়ে যায় সে

তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে জ্যোৎস্নার অন্ধকার

লাবন্য উপচে পড়ে জ্যোৎস্নার দীপ্তিতে

সরলরেখা হয়ে যায় জীবনের জটিল কম্পোজিশন

সে,

সন্ধ্যামালতীর মালা গাঁথে

তার চোখের পল্লবে নাচে নীল তারার বুটিদার আকাশ

এবং হঠাৎ

পূর্ণ চাঁদ ভেসে ভেসে

দ্বি-খন্ড

ত্রি-খন্ড

চতুর্থখন্ড

অতঃপর চৈত্রের পাতা ঝরার শব্দ

তার চোখে ভাসে গান্ধারীর শত স্নানের মৃত্যুশোক

স্মৃতিদীর্ঘ ট্রয় তার কাঁধে রাখে হাত

অদাহ্য হৃদয় পোড়ে- পোড়েনা ভালোবাসা তবু..

(অনুবাদ- কবি নিজে)

রঘু লৈশাংথেম

যুগী নিশা নত্তে

ঐনা মতম খুদিং ঙাউরিবা
যুগী নিশা নত্তে
ঐগী পীক্লুবা লমদমসিগী নিশাদনি ।

ঐগী খোঙচৎসিদা
নিশা অসে খক থাদোকপা ওমদে
মতম খুদিং
অদুনা ঐনা ঙাউরি
নিশাসিনা ঐবু হিংহল্লিবনি ।

ঐগী পীক্লুবা লমদমসি
করিগী অমম্বনা অসুম অসুম কোয়শিল্লকলিবা
খুন্না অসিনা করিগী পী শিহুরিবা মীৎলুশিংদা
বাহং অসিদনি
ঐনা নিশাসিদা ঙাউরিবা ।

ঙসিদি ঐনা ইরি নিশাসিদা
অঙাংবা ব্রাহৈগী শৈরেংশিং
ঐগী পীক্লুবা লমদমসিগীদমক ।

অদুনা
ঐনা মতম খুদিং ঙাউরিবা
যুগী নিশা নত্তে
ঐগী পীক্লুবা লমদমসিগী নিশাদনি ।

রঘু লৈশাংথেম

মদের নেশায় নয়

আমি যে সব সময় নেশাগ্রস্ত থাকি
তা মদের নেশায় নয়
আমার এই ছোট্ট দেশটার নেশায়।

আমার এই জীবনে
এই নেশাকে ছাড়তে পারিনি
কখনোই
তাইতো আমি আজও নেশার ঘোরে
আর এই নেশায় আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আমার এই ছোট্ট দেশটি
কেন ক্রমশঃ ঢেকে যাচ্ছে ঘন অন্ধকারে
কেন মানুষগুলোর চোখে অশ্রুর ধারা
এই প্রশ্নেরই জবাব
খুঁজতে খুঁজতে আমি নেশাগ্রস্ত।
আজ এই নেশার ঘোরেই
আমার এই ছোট্ট দেশটির জন্যেই
কবিতা লিখছি আমি রক্তের অক্ষরে।

আমি যে সবসময় নেশাগ্রস্ত থাকি
তা মদের নেশায় নয়
আমার এই ছোট্ট দেশটির নেশায়।

(অনুবাদ-এ. কে. শেরাম)

এল. পদ্মামনি দেবী

করম্মা কাউরসিগে

করম্মা কাউরসিগে নঙগী চেংলৌদো
বসন্ত ঋতু লাকপদা
হৈপাল লৈপান্না অনৌবা য়েঞ্জিং ছমলকপগুম
ঐগী পুঞ্জিংসে ইনৌ নৌনা
নিংশিংলক্লে নুংশিবী নঙগী চেংলৌদো ।

পলেম পহৌগী য়াথং ঙাকপদা
বারুন্নী নুমিত্তা শিব মহাদেবকী মন্দিরদা
নঙগা ঐগা খুং পাইনরগা
মোইরাংগী খৌরীনা লোই কারকপদো ।
নোংবালগী শগোল তোংলগা
খম্মগী শঙ্গায় তন্ন চথখিবগুম
নঙসু ঐগী শঙ্গায়দা লাক্কনি ।
রাশকখিবা কাউব্ববোই নুংশিবী ।
য়াওশং মৈ থাবা নুমিত্তা
নঙগী ফজবা মাইথোংদা ঐনা
আবীর তৈবদা নঙনা নোকফেত
তৌরকপা, অতিয়াদা নোংফায় মরজা
পূর্দিমাগী থাজনা ঙান্থোকপগুম
ঐগী থম্মোরদা নঙগী শক্তমদো
ঙানখিবা, করম্মা কাউরসিগে?
সমদ্রগী তোর্বান্দা ফমলগা
নঙগা-ঐগা নুংশি বারী শান্নখিবা
ইখং খঙহৌদনা সমদ্রগী ইথক্কা
চেহুদুনা লুপ্পীনরুবা, করম্মা
কাউরসিগে, নুংশিবী নঙগী চেংলৌদো ।

এল. পদ্মামনি দেবী

কেমনে ভুলবো

কেমন করে ভুলবো তোমার সেই মুখশ্রী ?
বসন্তে পত্র পল্লব যেমন জেগে ওঠে
নব জীবনের ছোঁয়ায়,
তেমনি আমার হৃদয়ে তোমার সুশ্রী মুখশ্রী
আন্দোলিত করে নতুন রূপে-নতুন শিহরনে ।

বারুণী তিথিতে শিব মন্দিরে
তোমার হাতে প্রথম হাত রেখেছিলাম ।
তুমি চলে গেলে নির্বাসনে
পিতা-মাতার আজ্ঞাবহ হয়ে ।
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে- মোইরাং রাজকন্যা
খোইবী যেমন নির্বাসনের পর
প্রিয় খন্ডার কুটিরে ছুটে গিয়েছিলো,
তেমনি তুমিও একদিন
আমার কাছে ছুটে আসবে;
প্রিয়তমা, ভুলে গেলে সেই প্রতিশ্রুতি ?
বাসন্তী দোল পূর্ণিমায় তোমার
মুখখানি যখন আবীর দিয়ে রাঙিয়েছিলাম
তোমার মৃদু হাসি আমার হৃদয়ে
মেঘের আড়ালে ঝলকে ওঠা
পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ছড়িয়েছে আলোকচ্ছটা ।
কেমন করে ভুলবো সেই মধুময় মুহূর্ত ?
সমুদ্র সৈকতে পাশাপাশি দু'জনে বসে বুনেছি
কতো স্বপ্নের জাল
হঠাৎ বয়ে যাওয়া জোয়ারের স্রোতে দু'জনে ভেসেছিলাম
কেমন করে ভুলবো প্রিয়তমা ?
কেমন করে ভুলবো তোমার সেই মুখশ্রী ?
(অনুবাদ- কবি নিজে)

অয়েকপম বিজন সিংহ

নুমিতুদুগী রাখল

মহাজি লাকখিদে নুমিতুদা

এবু য়েংবা- হঙবা ।

করম্মা হিংলিবা, শোকথরবরা হকচাংদো ?

তানিঙলবা ব্রাহংদো

ফংজখিদে তাবা নুমিতুদা ।

থম্মোয়নদি খনখি মহাক লাক্কনি

মহাক লাকত্রবসু পাউমেল শোয়দনা পিরক্কনি ।

তানিঙলম্মি ঐদি-

মহাক্কী নুংশি অরা ফোঙদোক ব্রাহৈদো

য়েংনিংলম্মি ফজরবী মাইথোংদো

করম্মা অরাবনা কুপশিনখিবা,

অদুবু মহাজি লাকখিদে নুমিতুদা ।

হেন্না নুংশিরুবনরা খংঙমদে

থম্মোয়নদি থমলি খাজবা ঙসিসু

মহাক লাকখিগনি- য়েংলখিগনি

তাজনিংবা ব্রাহংদো হংলকখিগনি

নঙবু নঙংঙাইরিবা.....?

অয়েকপম বিজন সিংহ

সেদিনের প্রত্যাশা

আসেনি সে প্রত্যাশিত সেই দিনে
আমার কুশল জানতে ।
কিভাবে আছি বেঁচে
পাইন শুনতে সেদিন
চেয়েছি যেদিন শুনতে ।

বিশ্বাস ছিলো সে আসবে,
নতুবা তার বার্তা ।
ইচ্ছে ছিলো শুনতে
তার সেই বেদনাবিধুর কণ্ঠ
চেয়েছি দেখতে আমি
বেদনায় ঢাকা মুখখানি,
তবুও এলোনা সে- সেদিন ।

তীব্র ভালোবাসায় বুঝি
আজও বিশ্বাস ছিলো মনে
আসবে সে দেকতে আমায় ।
চেয়েছি আমি শুনতে
কাঙ্ক্ষিত সেই প্রশ্ন-
তুমি কেমন আছো...?
(অনুবাদ- কবি নিজে)

চিহ্নিত করুন

কোনো চিহ্নিত করুন

খৈরুদ্দিন চৌধুরী

বাংলা নহাঙ্কী স্মৃতিদা

বাংলাগী মণিপুরী থম্মোয়গী কুচু শঙলবা
হে কৃষ্ণচূড়া- তঙাংলবী বসন্তগী লৈরাং ।
ঙসিদি নহাঙ্কা নোকমী নোকমী ওকশিনবিরে ঐবু
নহাঙ্কী শংবান্নরবা খুঙ্গংগী নিংথিবীদা ।
মীৎস্না থন্না উজরকথি নিংথিবী নহাকপু,
থম্মালনা লৈতেংবা, খারিক থানা ঙাল্লাবা,
হিজোল পরেংনা লৈতেংবা পাৎশিংদো ।

শকহেনবী নহাঙ্কী নিংথিবী তুরেলশিংদা
ভাটিয়ালী ঙ্গশৈনা নিলহৌবদো,
পদ্মাগী তোর্কান্দা নুমিৎ য়ুংবা মতমদা
উমায়বিদুনা কপহৌবদো মরুপ কায়নবদা
ঙসিসু ঐগী থম্মোয়নুঙদা খোছাং য়ৈরী
লোয়বা নাইদ্রবা ট্রেজেডিগী সুরদা ।
দোয়েল, ডাহুক, ঙারাকপীশিংনা
শালুক, শাপলা, হিজোল মরুঞ্জা,
নহাঙ্কী পাৎতা, তুরেলগী তোর্কান্দা
শকহৌবা ঙ্গশৈগী মখল মথেলদো
পুন্সিগী হরাওবগী লৈশাৎ তমহৌবদো
ঐগী পুন্সিগী প্রেরণাগী লোয়নায়দ্রবা ইফুৎনি ।

খৈরুদ্দিন চৌধুরী

বাংলা তোমার স্মৃতিতে

বাংলার মণিপুরী হৃদয়ের প্রাণরসে রঞ্জিত
হে কৃষ্ণচূড়া- বর্ণিল বসন্তের রক্তলাল কুসুম।
আমাকে স্বাগত জানালে তুমি মিষ্টি হাসির সাদর সম্ভাষনে
তোমার নিবিড় জনপদের শ্যামল সৌন্দর্যে।
দু'চোখ ভরে আমি দেখেছি তোমাকে, হে সুন্দরী,
দেখেছি তোমার পদ্ম, শাপলা আর শালুকে ভরা
হিজল বৃক্ষের সারিতে সোভিত বিল আর হাওড়।

তোমার ধীর প্রবাহিনী নদীতে, হে সুন্দরী বাংরা
ভাটিয়ালী সঙ্গীতের যে সুর বাজে
বিষন্ন দুপুরে, পদ্মার তীরে তীরে,
সঙ্গীহারা সোনালী ডানার যে চিল
কেঁদে কেঁদে ভাসায়েছে বুক
আজো তার কান্নার সুর বেদনার অনন্ত আবহে
আমার হৃদয়কে নিয়ত বিধুর করে
তোমার বিলে- হাওড়ে নদীর পারে
দোয়েল, ডাহুক আর মাছরাঙা পাখি
শালুক, শাপলা, হিজলের ডালে সে সুরের অমৃতধারায়
জীবনের আনন্দের ফুল ফুটিয়েছে
তার সবকিছু হয়ে আছে
আমার জন্য অনুপ্রেরণার অনন্ত উৎস।
(অনুবাদ- এ. কে. শেরাম)

এন. যোগেশ্বর অপু

ঈশিং ফিজংগী মিৎ

লৈচিল নোংফাইগী ফিদুপ ইনখ্ৰুগা প্রকৃতিনা
নঙগী নকশিল্লবা শউমগীদমক খৌরাংঙি য়াম্মা
মঙালনা শিন-থুংনা ঙানথোয়রবা মালেম
লিক্লাগুম্মা কেনখি পুঙ্গিগী নুমিৎশিংদো
মতমগী পুন্ধৈদগী পোকপগী পাখৎচাউরবা তাংলৌদা
ঐহাক ইদোম, ইদোমতা, কনা যাওদনা ।

করম লেল্লি অনিতা, নুঙায়বগা নুংশিবা লৈত্রবা নুমিৎসিদা ।
মতমদি হৌজিক ইমুৎসিদা লেপ্পি, অদুবু তারি
ঘড়িগী খোঙথাংগুম্মা খোঙমীগী খোঙথাংখোল
লাক্‌পা চৎপা লেপত্রবা মতমগী ঈশৈদা
য়াহৌরকই থম্মোয়দা কনা'মা ।
যুখল পাইরবা বসন্তগী অঙাউবা নুংশিংতা তুমিন তুমিন
হায়রম্মী খোঙমী পুঙ্গি বারী ।

অনিতা, নিল্লবা মতমসিদা যাইফরিবরা?
তুময়াদ্রবা নুংথাংগী চারুবা মিৎতা
চত্রবা মতমগী ফমদা ওন-থোয়না
হাংদোক্লা ফল্লি থম্মোয়গী থোংনাউ, ইদোম, তুমিন ।
বাখলগী মচুগুম্মবা ফক্লাংগী মমিশিংদো
মকশিল্লক্লি মিৎতা ঈশিং ফিজংগা
চথলিবা পুঙ্গিসিদা-
নঙগী অদুঙৈগী ঈশিং ফিজংগী মিৎগুম্মা ।

এন. যোগেশ্বর অপু

জল পর্দার চোখ

হিম কুয়াশার চাদর জড়ালে প্রকৃতি
তোমার উষ্ণ উপস্থিতির জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে যাই
আদিগন্ত আলোয় উদ্ভাসিত হলে বিশ্বলোক
শিশিরের মতো ঝরে যায় জীবনের দিনগুলো
কালের গর্ভ হতে পুনর্জন্মের অস্থির পাহরে
আমি একা, শুধু একা। নিঃসঙ্গ।

কেমন আছো অনিতা, আনন্দের সৎসঙ্গ হারা এদিনে
সময় এখন এ ঘরে স্থির, তবু শুনি
ঘরির কাঁটার মতো পথিকের পদধ্বনি
আসা-যাওয়ার ক্লাস্তিহীন সময়ের সঙ্গীতে
কে যেনো জেগে ওঠে হৃদয়ে।
পর্দা ওড়ানো বসন্ত বাতাস চুপি চুপি
বলে যায় পথিক জীবনের গল্প।

অনিতা, কোলাহল এ সময়ে ভালো আছো?
ঘুমহীন রাত্রির পোড়া চোখে
বন্দি সময়ের শয্যার এপাশ ওপাশ
খুলে বসি হৃদয়ের জানালা একা, নিশ্চুপ।
কল্পনার রঙের মতো দেয়ালের ছবিগুলো
ঝাপসা হয়ে আসে চোখে জল পর্দায়
এ জীবন যাত্রায়-
তোমার সেই জল পর্দার চোখের মতো।
(অনুবাদ- কবি নিজে)

ই. রবিন

কল্পবা নুংশিবা রাইহে

ঐদি প্রেমগী পরশ মনিনি
মালংবগী মথজা কোয়পায় পাইরিবানি ।
অঙম অথিং নোংলৈ কয়া থেংনরি ঐগা
মিকুপ্তা তিনশিনখরে প্রেমগী ইথক্কা
ঐদি প্রেমগী পরশমনিনি ।

ঙম্মোয় ঙম্মোয় কনানসু ঐবু থিংবা
লেপত্রবা তাইবংসিদা ঐতনি লেপ্পিবা ।
ঐদি প্রেমগী পরশমনিনি ।

অতিয়া থজা কল্পবা নোংথেন্দা
নোংথাং ওইনা ঙাল্লি মালেমদা ।
কল্পবা নোস্বেবীগী থম্মোয়দা
নোংরিক ওইনা খিকলি কালেনদা
ঐদি প্রেমগী পরশমনিনি ।

তমথিরবা ঐগী শজিবুগী নোংলৈ
বসন্তগী য়েন্নিংথজা হুমলৈ ॥
ঐদি প্রেমগী পরশমনিনি ।

চাউরবা ইপাক্কী সাইক্রোনদসু হুমদোকতে
আগ্নেয়গীরিগী অগ্ন্যুৎপাতসু লেংদে
ঐদি প্রেমগী পরশমনিনি ।

ই. রবিন

গভীর প্রেমের উচ্চারণ

আমিতো প্রেমের পরশ মনি ।
বাতাসের সীমানায় উড়ে বেড়ায় নিরন্তর ।
কতো বাঁধা-বিঘ্ন, ঝড়-ঝঞ্ঝা
নিমেষে মিশে যায় আমার প্রেমের সমুদ্রে
আমিতো প্রেমের পরশ মনি ।
কেউ আমাকে বাঁধা দিতে পারেনা
নিয়ত পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতে
আমিই একমাত্র স্থির- অপরিবর্তনীয় ।
আমিতো প্রেমের পরশ মনি ।
আকাশের বুবে ঈশানের পৃঞ্জমেঘে
বিদ্যুল্লতা হয়ে জ্বলে উঠি আমি ।
চাতকের মরু- হৃদয়ে
বৃষ্টির ছোঁয়া নিয়ে আসি আমি জ্যৈষ্ঠের আকাশে
আমিতো প্রেমের পরশ মনি ।
আমার বৈশাখের রুদ্র বাতাস
কোমল পরশে জাগিয়ে তোলে বসন্তের নবীন অঙ্কুর
আমিতো প্রেমের পরশ মনি ।
ভীষন ঘূর্ণিঝড়েও তলিনি আমি
হারিয়ে যাইনি আগ্নেয়গিরির অগুৎপাতেও
আমিতো প্রেমের পরশ মনি ।

(অনুবাদ- এ. কে. শেরাম)

কারাম নীলবাবু

নুংশিনদবদি য়ারোই

অনুতাপা থল্লাবা পূঙ্গি
নুংশিবগী হেল্লাবা থম্মোয় ।
রারী অদো লিথোক্কগে-
ধর্ম খাংবগী যুদ্ধিষ্ঠিরগী রারীনি,
নুংশিনবগী রারীনি
চাক চামিন্ণবগী রারীনি,
নঙনা চা'দ ঐনা চা'বা
ঐনা চা'দা নঙনা চা'বা য়াদে ।
ঐনা নুংশিবা নঙনা নুংশিদবা
নঙনা নুংশিবা ঐনা নুংশিদবা য়াদে
য়াদে- য়াদে- য়াদে
চাক রাৎপা য়াদে
সরকথক্কী উফুল চাবা য়াদে
ও সরকথক্কী নোংবান মানবা শানৌ
নঙনা পায়বা সমাজকী হেভেল অদো ওন্নে
নঙনা থৌরিবা গাড়ী চাকাদগী পায়থোরকপা উফুলনা
লাইরবাশিংদি মমিৎ তাংলে
লম্বেন উদরে, চাদনা শিবা তারে
ও নোংবান মানবা শানৌ
গাড়ী ব্রেক ফাবিরো কুমথরকও
নঙগা ঐগা নুংশিনসি লেফট রাইট তৌসি
কদম খোঙথাং মান্নসি ।

কারাম নীলবাবু

ভালোবাসতেই হবে

অনুতাপে ভরা এই জীবন
ভালোবাসয় ভরা এই হৃদয় ।
আজ বলবো সেই কাহিনী-
যে কাহিনী ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের
যে কাহিনী ভালোবাসার
যে কাহিনী একত্রে ভোজনের;
তুমি খাবেনা আর আমি খাব
আমি খাবনা আর তুমি খাবে- তা হবেনা ।
আমি ভালোবাসবো অথচ তুমি বাসবেনা
অথবা তুমি ভালোবাসবে আমি বাসবোনা- তা হবেনা ।
না-না- হবেনা
খাদ্যের অভাব থাকা চলবেনা
সম্ভব নয় রাস্তার ধুলোমাটি খাওয়া
এই যে 'নোংবান' রূপী পথিক যুবক
তুমি সমাজের গাড়ীকে ভুল পথে চালিত করছো
তোমার যন্ত্রযানের চাকা থেকে উড়ে আসা ধুলোয়
অন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরিদ্র জনগন
পথ দেখছেনা তারা- না খেয়ে যে মারা যাবে ।
এই যে 'নোংবান'রূপী যুবক
তোমার গাড়ীতে ব্রেক কষে নেমে এসা নীচে
এসো পরস্পরকে ভালোবাসি আমরা
পা চালাই তালে তাল মিরিয়ে
লেফট রাইট, লেফট রাইট ।
(অনুবাদ-এ. কে. শেরাম)

নোংমাইথেম রত্না চনু

নুংশি চিঠি

নঙনদি পাম্মগনি পুন্নিগী অরেপ্পা রাফম
ঐগী রাখলদি লাষ ফণ্ড্রি ।
নঙনবুদি তশেংনা নুংশি
ইনখলকপা যৌবন, পুন্নিগী বসন্ত লৈকোলদা
লৈশাৎ তম্বিন্নরকপা খোয়মুনি নহাক্তি ।
কল্পবা ঈচাওগী ঈথক ইপোমলক্তা
তাওথরকপা অকংবা কাউশিংনা লমখাংদা পনত্রবসু
ঐকোয় অনীগী নুংশি ইতিহাসকী ঈচেলদি
ওইহনসি উপন্যাস অমা ।
মোইরাং কংলৈরোলদা খম্বা থোইবীগী নুংশি বারীগুম
থনমসি ডাঃ কমলগী মাধবীগুম ।
অদুবু ঐদি, নিংখোকোলগী রাজকুমারীগুম,
লাইরা লমজাগী অকাবদা দোলাই
অকুম্বদা শগোন কদায়দগী লৌরুনি,
দোলাই শগোনগী বা তারদি ঐখোয় পাবুংদি মকোক গাউখিবা য়াই ।
লাইরবা চরাহেনবা মতাঙসিদি বারীদুদা য়াওহনগুমসি ।
অদুগা মাধবীগুম সন্যাসী, ব্রহ্মচারী ধীরেন্না অগাউবা - ঐ গুমজরোই ।
মদুনু নঙ-ঐগী ইতিহাসকী মনুং চলহনগুমসি ।
অদুবু অরেপ্পা রাফমসিদি
ঐগী রাখলনা লাষা ফণ্ড্রি ।

নোংমাইথেম রত্না চন্স

ভালোবাসার চিঠি

তুমিতো জানতে চাইবেই আমার সিদ্ধান্ত
কিন্তু আমি যে ভেবে পাইনা ।
কিন্তু সত্যি ভালোবাসি তোমাকে
প্রথম জীবনে আমার বসন্তের বাগানে
তুমি ছিলে ভ্রমর ।
প্রচন্ড প্লাবনে, ঢেউয়ে
ভেসে আসা কিছু ভুলে আটকে থাকলেও
আমাদের ভালোবাসার স্রোতে
জন্ম দেবো এক নতুন উপন্যাস ।
মোইরাং কংলে রোলের খন্সা-খোইবীর চিরন্তন প্রেম কাহিনীর মতো
রেখে যাবো ডাঃ কমলের মাধবীর মতো ।
কিন্তু রাজকুমারীর মতো
অভাগী আমি, এগুতে সাতমহল
পিছুতে সাতমহল পাব কোথা হতে,
সাতমহলের কথা শুনলে আমার বাবা যে নির্বাক হয়ে যাবে ।
না হয় থাকলোনা দুঃখ কষ্টের কথা কাহিনীতে ।
মাধবীর মতো সন্যাসী, ব্রহ্মচারী ধীরেনের পাগলামী- আমি পারবোনা হতে ।
এটাও না হয় রাখলেনা আমাদের গল্পে ।
কিন্তু সিদ্ধান্তের কথায়
আমি যে পাইনা কিছু ভেবে ।
(অনুবাদ- মৃতুম অপু সিংহ)

মাইনাম রাজেশ সিংহ

যুমলোনবী

নঙগী মীং নঙগী পীশুম
নঙগী শম্মাং, নঙগী ফিজি
তাবদা নুংশিবা ঙ্গৈশিনি ।
অমুকসু মঙদা অমুকসু থম্মোয়দা
নঙ লৈরি মফম খুদিংদা ।

ঐগী মীংতা মুন্না য়েংঙ
ঐগী মীংয়েংবু শক খংঙ
নঙনা লৈরাং ঐনা পরেংনি
ঐনা মৈরা, নঙনা মঙাল ।

ঐগী থম্মোয়গী খোঞ্জেলদা তাও,
খাংঙ ঐগী নুংশিবা
নঙনা ঙ্গচেল, ঐনা তুরেল
নঙনা থরান-মিচাক, ঐনা থাজনি
নঙনা পূজা, ঐনা পূজারী
নঙনা লাইবক, ঐনা জুয়ারী ।

মাইস্নাম রাজেশ সিংহ

ওগো পড়োশিনী

এই নয়ন এই কাড়লে
এই জুলফি এই আঁচল
অপূর্ব গজল ।

কখনো স্বপ্নে কখনো মনে
তুমি আছো সবসময় ।

আমার চোখে তাকাও
আমার দৃষ্টিকে চেনো
তুমি মালা, আমি মতি
আমি দীপক, তুমি জ্যোতি

আমার হৃদয়ের স্পন্দন শোনো
আমার ভালোবাসাকে জেনো
আমি নদী, তুমি ধারা
আমি চন্দ্র, তুমি তারা
তুমি পূজা, আমি পূজারী
তুমি ভাগ্য, আমি জুয়াড়ী ।
(অনুবাদ- কবি নিজে)

নামব্রম শংকর

লৈচিনলক্ষী নুংশিরারী

লৈচিনগী ইনাফি ইনদুনা
মমজানবদুদা অসুম লৈশ্বে নঙদি ।

নঙবু করি হায়না কৌগনি
আফ্রোদিতি, নুমিথ্লে নত্রগা সুস্মিতা ?
খনফম থোক্তে করম হায়না হৌদোক্কনি
নিংথিরবা মঙলানদা তাউদুনা লৈরিবা নঙবু ।
খঙদে করম হায়না তাকপীগনি নঙবু
খৌরাংলবা অমগী ঙ্গিশিং চখোম অমানি নঙ,
থন্মোয়গী লৌবুজা ঙাউরবা নুংশিথনি,
মক্কাবা আতিয়াদা থা মচেং অমনি ।

নুংশিবগী কংলবা লৌবুজা থৌনা ফরবা লৌমীনি ঐসে
মহাও য়েংনিংঙি নুংশিবগী মশা মীহ্ল ।

মতম অদো ঐ ঙারজরী
নোংমদি নুমিৎকী ঙাংলবা মৈশানা লৈচিন হুমদোকখিনি,
ঙানখোরক্কুনা উবা ফঙগনি নঙগী তশেংবা শক্তম ।

নামব্রম শংকর

কুয়াশাচ্ছন্ন ভালোবাসার গল্প

কুয়াশার চাদর জড়িয়ে
আবছা অন্ধকারেই রয়ে গেলে তুমি।

তোমাকে কি নামে ডাকি ?
আফ্রোদিতি, নুমিথলৈ নাকি সুস্মিতা।
ভেবে পাইনা কি করে জাগাই তোমাকে
সুখ স্বপ্নের অতল থেকে।
জানিনা কি করে বুঝাই তোমাকে
তৃষিতের এক চুমুক জল তুমি,
হৃদয়ের প্রান্তরে বুনো হাওয়া
রুগ্ন আকাশে একাদশীর চাঁদ।

ভালোবাসার অনূর্বর ক্ষেত্রে উদ্যমী চাষী আমি
শুষে নেতে চাই ভালোবাসার মাংশ-হৃদপিণ্ড।

আমি সেই ক্ষনের অপেক্ষায়
একদিন সূর্যের প্রখর আলোয় কুয়াশ কেটে যাবে
আবছা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসবে তুমি।
(অনুবাদ- কবি নিজে)

হামোম প্রমোদ

ওন্ন-তৈনবা

“কাউথোক্করোইসি হাইনাখিবদায়নে নঙ-ঐ
মপোক অমা তৎনা থানরোই বাশকনখি ইবানী
লোংখাক লোংনা হিপ্রুগা খনখি ইদোমতা
থম্মোয়নংদা ফাউরকখি অকনবা চৈনা অমা

নোংমা হাইখি ঐনা লক্ষী-সরস্বতী চন্ড-বেহলাগী ধারানি নঙসে;
রাধা-কৃষ্ণ, খম্বা-খোইবী পনখি নঙসু নোংমা
অদুবু থাপতেক্করোইসিদি রাধাগা কৃষ্ণগা, খম্বাগা-খোইবীগা
লাইফদিবী অমা কোই পাই পাইখি ইমাংদা
নারেং হুংতবা ইরোয়লাবা অমা লেপখি মাংদা
খক্ক খক্ক খোংখি হুই লাবা অমা
চেনফম খংদবা কালী মরৈদু চিকশিল্লী
সীতা, দ্রোপদী, মাইনু পেমচা কদোমগীনো
মফি মরোল যাওদনা লমজাও' সিদা
লানিংখো ইন্দ্র, জিউস, পাখংবা, মহাদেব
ওন্ন-থোয়না লাক্করি লৈনাং কফুং মরকসিদা
পীরাং শিহুরকখি রাবন, দুৰ্যোধন, নোংবানগী মীংলুদা
ক্লীপ্পেট্টা, সোনলিসা, শন্দ্ৰেশ্বীগী নোকফেং তৌবা মাইখোং
ঈ-চদুম চদুম খোমজিন্দগী খোইদৌ শিন থুংনা

লৈগী দোলাইদা ফল্লীবা নঙবু কনানো?
থম্মোয়গী তাহ্না ফাউদবরা নঙদি?
অমুঙুং য়েংলম্মু কৈদৌগে মীংশেলদা ওইরবসু
হাযরম্মু ওছোকতুনা নমায়দো-কমানো?

লোংলম্বা ঐ উপশিল্লকই খঙহৌদনা ।

হামোম প্রমোদ

বিপ্রতীপ

'বলেছিলে ভুলবোনা এ জীবনে আমরা আমাদের
প্রতিজ্ঞা করেছিলে ভালোবাসার সুতোয় বাঁধব দুজন'
শুয়ে শুয়ে ভাবি আমি সেই অচল শপথের কথা
হৃদয়ের গভীর খঁচখঁচে করে ওঠে এক অচেনা ব্যথা

একদিন আমি বলেছিলাম লক্ষী-সরস্বতী
চন্ডী-বেহুলার ধারা তুমি-তুমিও বলেছিলে
রাধা-কৃষ্ণ, খম্বা-খোইবীর অমর কাহিনী
কিন্তু আজ রাধা-কৃষ্ণে, খম্বা-খোইবীতে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে ক্রমশঃ
চেতনার চারিদিকে এক রহস্যময়ী পাপেটের ওড়াওড়ি
সামনে দাঁড়িয়ে আছে দূরন্ত এক মহিষ
হিংস্র কুকুরের গর্জন ভেসে আসে ইথারে ইথারে
পলায়নপর মা কালীর ভুলের মাশুল দিচ্ছে রক্তাক্ত জিহবা
অর্থাৎ কোথা থেকে য্যানো পালিয়ে এলো সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে
সীতা, দ্রোপদী, মাইনু, পেমচা, এই উন্মুক্ত ময়দানে
আর অন্ধ গহবরে আত্মধিকারে হাতড়াতে থাকে
দেবরাজ ইন্দ্র, জিউস, পাখংবা, মহাদেব
রাবন, দূর্যোধন আর নোংবানের দু'চোখ অশুশিক্ত আজ
ক্লীণপেট্রা, সোনলিসা, শন্দ্বেশ্বীর হাসিতে প্রশান্তি খুঁজতে গিয়ে দেখি
ছোপ ছোপ রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে স্তনগ্রন্থ থেকে নাভিমূল

কে তুমি বসে আছে পুষ্পরথে?
হৃদয়ের স্পন্দনে তুমি কি বিচলিত নও?
একবার তাকিয়ে দেখো চেতনার শার্সিতে
বলে যাও একবার কে?

আমি ভঙ্গি পরিবর্তন করে শুয়ে থাকি পূনরায়।
(অনুবাদ - শেরাম নিরঞ্জন)

এ. কে. শেরাম

অমমম তৌনা কিছুরকি পুন্নমক

ঐখোয়গী যুম মনাজা
মল্লাবা থোং মচামা লৈরম্মি ।
নোংমদি নুমিদাংগী অথেংবদা
কনা খঙহৌনা কিছুরম্মি থোং অদো ।
ইপুখৌনা শারম্মনি হায়নবা
পাক্কা শং অমখকসু লৈরম্মি
ঐখোয়গী যুমগী ওই থংবা নাকন্দা ।
অঙাং ওইরিঙেগী কেকু লোংপী শান্নফম
মল্ল' মোংলবা শং অদুগী হকচাং কয়াং
পাংল'পুন্নদুনা মচেং মচেং কেল্লম্মি
মফম মফমদা ফাউগৎতুনা লৈরম্মি
হিজং কারবা মা'গী শংত্রিক শংলবা শিংলিসিং ।
মোং মোং ওইরবা তিল কাংগী লৈফম অদো
হৌজিজি হুই হৌদোং ফাউবা পঙনা চংদ্রে ।
অদুবু নোংমদি মখোল হৌনা কিছুরকখি শং অদো
খংপ্ৰেক খংলবা মীয়ারাম'পুন্না চেনশিন্দুনা য়েংনৈ ঙ্গা ।
ঐখোর যুমগী মনাজা চেল্লিবী
নুমিদাংগুম লমচং লেপত্রবী তুরেল অদো
মবুক থল্ল থল্লগা অরাম খৌরাংবা হেনবরা করিনো
নোংজুগী মতমদা মবুক পাখনা চেল্ল' মতমদতা
চরাম চদৎনবগী লাউরবা মখা অদু কাথোকুনা
য়োৎশিল্লম্মি লৈরায় অনীগী লৈবাক মতুম মতুম ।
লৈরায় কিছুবগী হৌর' মখোলদা
নুমিদাংগী তম্পাজা তুমখুন তাল্লিবা লৈকায় অদো
খংপ্ৰেক খংপ্ৰেক খংলম্মি ।

করিগীনো খঙদে

অমমম তৌদুনা কিছুরকি পুন্নমক ।
কিছুরকি মহৌশা লাইরেম্মী, থাজ, থরানমিচাক,
মচেং মচেং তারকি মালেম, অতিয়া, ঙ্গিশিং, নুংশিং,
অহল-নহা, নুপী-নিপা, অমুবা- অঙৌবা
অমত্তা চিখদে কিছুরকপগী নোংলৈ নুংশিতগী ।
অমমম তৌদুনা কিছুরকি পুন্নমক
মীওইবগী থম্মোরগী থোং
থাজবগী যুম

এক বসন্তের ভালোবাসা -৬২

পুল্লিগী ঈচেল-

অদুবু হৌজিক ফাউবদা
নুংশিবতদি লোন্না কোয়চেন চেন্দুনা
মশারু কঞ্জরিবরা করিনো-
নুংশিবগী যুমতদি
কিছুবগী করাম্বা খরাও তাদ্রিমাল্লে হৌজিকসু ।
মথং মথং পুম্মকনা কিছুরক্কাবা মতমসিদা
মসিমতংদনি ঐগী পেঞ্জবা,
মসিমতংনি ঐনা কঞ্জনিংঙিবসু
ঐগী হিংনা লৈবগী যুফম ওইননবা ।

এ. কে. শেরাম

এক এক করে ভেঙ্গে পড়ে সবকিছু

আমার বাড়ীর কাছেই
সেই কোন প্রাচীন কালের একটা সেতু ছিলো ।
একদিন রাত্রির পৌড় প্রহরে
সকলের অজ্ঞাতসারে ভেঙ্গে পড়লো সেই সেতু ।
আমাদের বাড়ীর বাম পাশেই
আমাদের কোন প্রপিতামহের বানানো
পরিত্যক্ত একটি প্রাচীন ইমারতও ছিলো,
শেষবের লুকোচুরি খেলার স্থান
পুরনো সেই ইমারতের ক্ষয়িত শরীর থেকে
এখন কেবলি লাবন্য খসে খসে পড়ে,
এখানে ওখানে উৎকৎ ভেসে ওঠে
শ্যাওলা ধরা তার নীল নীল শিরা উপশিরা;
জরাজীর্ণ সেই ঘর এখন পোকা মাকড়ের বসত বাড়ী
কুকুর বেড়ালও সেখানে যায়না সহজে ।
একদিন সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে
সশব্দ হুংকারে ভেঙ্গে পড়লো সেই জীর্ণ ইমারত ।
আমাদের গ্রামের পাশে বহমান
রাত্রির মতো রহস্যময়ী যে নদী
ভরা পেটেই হয়তোবা সে ক্ষুধার্ত হয় বেশী,
তাইতো সে বর্ষার ভরা প্লাবনেই
ক্ষুধার বিশাল ব্যদিত মুখে
থাস করে দু'পারের খন্ড খন্ড মাটি ।
ভাঙ্গনের এই ভয়াল শব্দে

সচকিত হয়ে চমকে চমকে ওঠে
রাত্রির বুকে বিশ্রামরত নির্বিরোধ গ্রাম।

কেনো জানিনা
এক এক করে সবকিছু ভেঙ্গে পড়ে
ভেঙ্গে পড়ে প্রকৃতি, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি
টুকরো টুকরো হয়ে যায় পৃথিবী, আকাশ, জল ও বায়ু
বৃদ্ধ-যুবা, নারী-পুরুষ, সাদা-কালো
কেউ বাদ যায়না ভাঙ্গনের এই সর্বভুক ক্ষুধার গ্রাস থেকে।
এক এক করে ভেঙ্গে পড়ে সবকিছু
মানুষের হৃদয়ের সেতু
বিশ্বাসের ঘর
জীবনের নদী -

কিছুর তারপরও
গোপনে গোপনে একাকী পালিয়ে
হয়তোবা এখনও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে ভালোবাসা,
হয়তোবা ভাঙ্গনের এই করাল গ্রাসে
এখনও পড়েনি ভালোবাসার ঘর।
এক এক করে ভেঙ্গে পড়ার এই সর্বগ্রাসী সময়ে
এটুকুইতো আমার প্রাণদ ভরসা
আমি বাঁচিয়ে রাখতে চাইও শুধু এটুকুই
আমার বেঁচে থাকার ভিত্তিভূমি হিসেবে।

“বাংলা ও মণিপুরী সাহিত্য
ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্ববলয়ে”



আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে
বাংলা ভাষার ন্যায়
পৃথিবীর সকল ভাষা যেন পায়
শ্রদ্ধা ও সম্মান।
এই পবিত্র উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে
প্রিয় কবিদের প্রিয় কবিতাগুলো
বাংলা ও মণিপুরী ভাষা-ভাষীদের
কাছে পৌঁছে দিতে
আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।
আশা করি ভালো লাগবে।

- মুতুম অপু সিংহ

